হজ্বের সাওয়াব প্রদানকারী আমল

14 May 2026

(For Islamic Brothers)

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান (Bangla)

হজ্বের সাওয়াব প্রদানকারী আমল

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত..... 4
বয়ান শোনার নিয়্যত..... 5
হজ্বের সাওয়াব প্রদানকারী আমল..... 5
(১): যিকরুল্লাহ করা..... 6
(১): ঈর্ষা কার উপর করবেন...?..... 7
(২): যিকির করুন! হজ্বের সাওয়াব অর্জন করুন!..... 8
মর্যাদাবান রোযাদার কে?..... 9
অধিকহারে যিকির না করার কারণ..... 10
১০০ হজ্বের সাওয়াব..... 11
(২): মা-বাবাকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখা..... 11
মা ও ছেলের ভালোবাসাপূর্ণ ধরন..... 12
(৩): মা-বাবার কবরে হাজিরী দেওয়া..... 14
(৪): জামাআত সহকারে নামায..... 15
জামাআত সহকারে নামায পড়া ওয়াজিব..... 16
প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং জামাআত সহকারে নামায..... 16
আলা হযরত ও জামাআত সহকারে নামায..... 17
(৫): ইশরাকের নামায..... 19
ইশরাকের নামাযের বরকতে ক্ষমা হয়ে গেল..... 20
(৬): মসজিদের ইলমী মজলিসে অংশগ্রহণ করা..... 21
নেক আমল নম্বর ৬ এর প্রতি তাকীদ..... 21
সফর করার সুন্নাত ও আদব..... 22

ঘোষণা..... 23
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া 24
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ: 24
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 24
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 25
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 25
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 25
(৬) দরূদে শাফায়াত:..... 26
(১) এক হাজার দিনের নেকী..... 26
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 26
সফরের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব..... 27
অযুর পূর্বেকার দোয়া..... 27
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি..... 28
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 29
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী..... 31
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 31
মাসিক ৪টি নেক আমল..... 32
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 32
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া 32

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার প্রতি

একদিনে এক হাজার (১০০০) বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ না জান্নাতে তার নিজের স্থান দেখে নেয়। **(আত্তারগিব ওয়াত্তারহিব, ২/৩২৬, হাদিস: ২৫৯০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হজ্বের সাওয়াব প্রদানকারী আমল

আল্লাহ পাক আমাদেরকে প্রতি বছর হজ্ব করার তাওফিক দান করুক। এই কথাটি মনে রাখবেন যে, যার উপর হজ্ব ফরয, তাকেই হজ্ব করতে হবে, অন্য কোন কাজ এই কাজের স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে না। অবশ্য! এটাও আপন স্থানে একটি বাস্তবতা যে, হজ্বের সফর হল ইশক,

ফরয হোক বা না হোক, আশিকের হৃদয়ে এই মুবারক সফরের জন্য ব্যাকুলতা কাজ করে, এমন কত লোক রয়েছে যারা হজ্বের জন্য কাফেলা যেতে দেখে উদাস হয়ে যায়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা আসলেই হাকীকত যারা আশিক, তারা হজ্বের সফরের জন্য ব্যাকুল, অস্থির হয়ে থাকে, কান্না ও অশ্রু প্রবাহিত করে। হায়! আমাদের সকলের যেন এই আগ্রহ, এই স্পৃহা, হজ্বের সফরের সত্যিকার আকাঙ্ক্ষা নসীব হয়।

অতএব যেসব সৌভাগ্যবানদের এই বছর হজ্বের সফরের সৌভাগ্য হচ্ছে, তার মর্যাদা, তার স্থান, তাদের ভাগ্য আলাদা। অবশ্য ওইসব লোক যারা হজ্বের আকাঙ্ক্ষা রাখে কিন্তু যাওয়ার সামর্থ নেই, ! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের প্রিয় দ্বীনে ইসলাম তাদেরকেও বঞ্চিত করেনি, আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন অনেক আমলের কথা বলেছেন, যেগুলোর উপর আমল করে হজ্বের সাওয়াব অর্জন করতে পারব। আসুন! হজ্বের সাওয়াব প্রদানকারী কিছু আমল সম্পর্কে শ্রবণ করি:

(১): যিকরুল্লাহ করা

হাদিসে পাকে রয়েছে, সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একবার আমরা রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ذَهَبَ الْاَغْنِيَاء بِالْاَجْرِ অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ধনীলোক (যাদেরকে অধিকহারে মাল ও দৌলত দান করা হয়েছে) তারা সাওয়াবের দিক দিয়ে আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছেন। (সেটা কিভাবে? আরয করল:) يَحُجُّوْنَ وَلَا نَحُجُّ তারা

হজ্ব করে, আমরা করতে পারিনা, অমুক অমুক ধনীরা আর্থিক ইবাদত করে, আমাদের (যেহেতু সম্পদ নেই, সুতরাং) আমরা এই আর্থিক ইবাদতগুলো করতে পারিনা।

এখন সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর এই চমৎকার স্পৃহা দেখুন! হাজ্বীরা হজ্বের জন্য যাচ্ছে,আর যে সকল সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ আর্থিক সামর্থ না থাকার কারণে যেতে পারছে না তারা ব্যাকুল হয়ে আরয করছেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তারা তো হজ্বের জন্য গিয়েছে, আমরা রয়ে গেলাম...!! রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ওইসব সাহাবায়ে কেরামদের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ বললেন: আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিসের কথা বলব না যে, যদি তোমরা সেটার উপর আমল করো তবে যেই ফযিলত ওই (হজ্ব ও অন্যান্য ইবাদতকারীরা) পাবে, তারচেয়েও বেশি মর্যাদা তোমাদের হাসিল হবে। অতঃপর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মর্যাদা সম্পন্ন নেকীর কথা বলতে গিয়ে বললেন: প্রত্যেক নামাযের পর ৩৪বার اَللّٰہُ اَکۡبَرُ, ৩৩বার سُبۡحَانَ اللّٰہ এবং ৩৩বার اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ পড়ো...!!

(সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী, ৯/৬৫, হাদিস: ৯৯০২)

سُبۡحَانَ اللّٰہ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হাদিসে পাকে আমাদের জন্য শিখার ২টি বিষয় রয়েছে:

(১): ঈর্ষা কার উপর করবেন...?

সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর অনন্য, নেকীপূর্ণ চিন্তাধারা দেখুন! ✯ ধনীরা উন্নতমানের খাবার আহার করে থাকে, এটা নিয়ে তাদের ঈর্ষা নেই ✯ সম্পদশালীরা ভালো পোশাক পরিধান করে, এটা নিয়ে তাদের

ঈর্ষা নেই, ✯ ধনী লোকদের ঘরবাড়ি উন্নত, এর উপরও ঈর্ষা নেই। ঈর্ষা তো এর উপর যে ✯ তারা নামায পড়ে, আমরাও নামায পড়ি ✯ তারা তিলাওয়াত করে, আমরাও তিলাওয়াত করি ✯ তারা হাদিসে পাক শুনে, আমরাও শুনে থাকি ✯ তারা নফল পড়ে, আমরাও পড়ি ✯ তারা রোযা রাখে, আমরাও রাখি, এই পর্যন্ত তো আমল সমান সমান ✯ কিন্তু তারা যেহেতু সম্পদশালী, সুতরাং তারা হজ্ব, যাকাত, সদকা ও খয়রাত ইত্যাদি ইবাদতও করে কিন্তু আমরা আর্থিক ইবাদত করতে পারি না, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এই জায়গায় এসে ধনী সাহাবীরা নেকীর বিষয়ে আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছে।

سُبْحَانَ الله! এটাই হলো ঈর্ষা করার আসল জায়গা...!! আফসোস! আমাদের সমাজের অবস্থা এমন হয়েছে যে, যারা গরীব, ধনীদের দেখে তাদের দিল লারসায় পড়ে যায় যে ✯ ধনী লোকের কাছে উন্নত বাংলো ✯ ধনীদের কাছে উন্নতমানের দামী গাড়ি ✯ ধনীদের খাবার ইত্যাদি উন্নতমানের, আফসোস! আমরা এসব বিষয়ে লালসা করি কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ নেকীর আধিক্যতার উপর ঈর্ষা করতেন। হায়! আমরাও যদি সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ এর মতন সুন্দর সুন্দর চিন্তা-ভাবনা করতাম।

(২): যিকির করুন! হজ্বের সাওয়াব অর্জন করুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দ্বিতীয় সবক যা এই হাদিসে পাক থেকে আমরা শিখতে পারি, সেটা হলো যেই বান্দা প্রত্যেক নামাযের পর তাসবীহে ফাতেমা পড়বে, অর্থাৎ ৩৩বার سُبْحَانَ الله, ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰه এবং

৩৪বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ পড়বে, সে সম্পদশালীর ইবাদত (যথা হজ্ব, যাকাত ইত্যাদির) মত সাওয়াব অর্জন করতে সফল হবে।

سُبْحَانَ الله! এটা থেকে প্রতীয়মান হলো; আল্লাহ পাকের যিকির অনেক উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত, এটার মাধ্যমে বড় বড় নেকীর সমান সাওয়াব পাওয়া যায়। হায়! আমাদের অধিকহারে আল্লাহ পাকের যিকির করার তাওফিক মিলে যেত। صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن

মর্যাদাবান রোযাদার কে?

হযরত সাহল বিন মুয়ায رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একবার মাহফিলে নূর সজ্জিত হয়েছিল, রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরিফ ফরমা ছিলেন, সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ ও উপস্থিত ছিলেন, এক সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন আর আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের রাস্তায় যুদ্ধকারীদের মধ্যে বেশি মর্যাদাবান কে? প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: اَكْثَرُهُمْ لِلّٰهِ ذِكْرًا অর্থাৎ যে অধিকহারে আল্লাহ পাকের যিকির করে, সে অধিক মর্যাদাবান। আল্লাহর রাসূলের সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রোযা পালনকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান কে? (যেমন ১০০জনের মধ্যে ১০০ জনেই রোযা রেখেছে, এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান কে?) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: اَكْثَرُهُمْ لِلّٰهِ ذِكْرًا অর্থাৎ যে আল্লাহ পাকের যিকির অধিকহারে করে, সে বেশি মর্যাদাবান।

হযরত সাহল বিন মুয়ায رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: ওই সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এইভাবে প্রশ্ন করতে রইলেন, যেমন ইয়া রাসূলাল্লাহ ! صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নামাযীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান কে? যাকাত প্রদানকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান কে? এইভাবে এক এক সকল ইবাদতের ব্যাপারে প্রশ্ন করতে রইলেন, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এসব প্রশ্নের একই উত্তর দিলেন: اَکۡثَرُہُمۡ لِلّٰہِ ذِکۡرًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি অধিকহারে আল্লাহ পাকের যিকির করে, সে বেশি মর্যাদাবান।

মুসলমানদের প্রথম খলিফা, হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উপস্থিত ছিলেন, তিনি হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে সম্বোধন করে বললেন: হে ওমর! এইভাবে তো আল্লাহ পাকের যিকিরকারীরা সমস্ত কল্যাণ নিয়ে গেছে...! রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বললেন: اَجَل হ্যাঁ! (হে আবু বকর! কথা এটাই, যে ব্যক্তি অধিকহারে আল্লাহর যিকির করে, সে যেন সমস্ত কল্যাণই অর্জন করে নিল)।

(মু'জামু কবীর, ৮/৪৮১, হাদিস: ১৬৮১২)

অধিকহারে যিকির না করার কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনুমান করুন! যিকরুল্লাহ কত উঁচু মাপের ইবাদত কিন্তু আহ! অলসতা...! ✯ অন্তরে চিন্তা নেই ✯ নেকীর লোভ একেবারেই না থাকার মতই ✯ আখিরাতের চিন্তার কমতি ✯ অহেতুক কাজে মশগুল থাকার স্বভাব ✯ দুনিয়ার ভালোবাসা মূলত হৃদয়ে ঘরে বেঁধে নিয়েছে ✯ সব সময় দুনিয়ার চিন্তায় ডুবে থাকে ✯ অহেতুক কথাবার্তা শোনা ও বলার ধারাবাহিকতা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, ব্যস আল্লাহ পাকের পানাহ! ✯ গীবত ✯ চুগলী ✯ না জানি

কেমন কেমন গুনাহ এই মুখ দিয়ে আমরা করতে থাকি, এরপর রইল সোশ্যাল মিডিয়া, কখনো একাকী বসার সুযোগ মিলে যায় তো সঙ্গে সঙ্গে হাতে মোবাইল নিয়ে নিই আর ✯ ফেইসবুক ✯ ইউটুব ইত্যাদির মধ্যে মগ্ন হয়ে যায়। হায়! আমরা নেকীর লোভী হতাম।

১০০ হজ্বের সাওয়াব

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: যে (ব্যক্তি) সকাল ও সন্ধ্যায় ১০০বার سُبْحَانَ الله পড়ল সে ১০০টি হজ্ব পালনকারীর মত। **(তিরমিযী, ৭৯৭, হাদিস: ৩৪৭১)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখুন! কেমন সহজ আমল...!! হাজ্বীরা হজ্ব করতে যায়, তাদের হজ্ব মুবারক হোক, আমরা যেতে পারছি না, আমরা কাবা শরীফের তাওয়াফ করতে, মুযদালিফা ও মিনা এবং আরাফাতের অবস্থান করার বরকত তো তারা অর্জন করতে পারছে না, আমাদের এই মুবারক সফরের সৌভাগ্য তো অর্জন হয়নি, কমপক্ষে এটা তো করতে পারি, প্রতিদিন সকালে ১০০বার سُبْحَانَ الله পাঠ করে নিই, اِنْ شَآءَ الله ১০০টি হজ্বের সাওয়াব নসীব হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাওফিক দান করুক। صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن

(২): মা-বাবাকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হজ্বের সাওয়াব দানকারী দ্বিতীয় নেক আমল হলো: মা-বাবাকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখা। আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: যখন সন্তানরা তাদের মা-বাবার দিকে কৃপাদৃষ্টি দেয় তখন আল্লাহ পাক তার জন্য প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে حَجِّ مَبْرُور

(অর্থাৎ মাকবুল হজ্ব) এর সাওয়াব লিখে দেন। সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ আরজ করলেন: যদি দিনে সে ১০০বার তাকায়? বললেন: نَعَم، اللّٰہُ اَکۡبَرُ وَ اَطۡیَبُ অর্থাৎ হ্যাঁ! আল্লাহ পাক সবচেয়ে মহান এবং সবচেয়ে বেশি পবিত্রময়। **(শুয়াবুল ঈমান, ৬/১৮৬, হাদিস: ৭৮৫৬)**

سُبۡحَانَ اللّٰہ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গভীর মনোযোগ দিন! কত সহজ একটি আমল, এরকমই এক হাদিসে পাকে তো আমরা অনেকবার শুনেছি হয়তো কিন্তু এটার উপর আমল করছি নাকি করছি না, সেটা আল্লাহ পাকই ভালো জানেন। যদি আমল না করে থাকি তবে মানসিকতা বানানো উচিত, এত সমস্যা কোথায় , অমূল্য এক সাওয়াব সেটাও সামান্য নয় বরং মকবুল হজ্বের সাওয়াব। অতএব মা-বাবা আমাদের জন্য জান্নাত, সকাল ও সন্ধ্যা, দিন ও রাত, যখন মন চাই, মা-বাবার সাথে ভালোবাসা নিয়ে সাক্ষাত করুন! اِنۡ شَآءَ اللّٰہ মকবুল হজ্বের সাওয়াব নসীব হয়ে যাবে।

মা ও ছেলের ভালোবাসাপূর্ণ ধরন

খুবই প্রসিদ্ধ সাহাবীয়ে রাসূল, হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ। তাঁর পদ্ধতিটা অত্যন্ত চমৎকার ছিল। তিনি যখন সফরে যেতেন তখন নিজের মায়ের ঘরে উপস্থিত হতেন, দরজার সামনে গিয়ে বলতেন: اَلسَّلَامُ عَلَيۡكِ يَا أُمَّتَاهُ وَرَحۡمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ অর্থাৎ হে আমার আম্মাজান! আপনার উপর আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। উত্তরে তাঁর মা বলতেন: وَعَلَيۡكَ السَّلَامُ يَا بُنَيَّ وَرَحۡمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ অর্থাৎ হে আমার পুত্র! তোমার উপরও আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে শান্তি, রহমত ও বরকত নাযিল হোক।

অতঃপর হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আল্লাহ পাক আপনার উপর দয়া করুক যে, আপনি আমাকে ছোটবেলায় লালন-পালন করেছেন। তাঁর আম্মাজান উত্তরে বলতেন: আল্লাহ পাক তোমার উপরও দয়া করুক যে, যেমনিভাবে তুমিও বার্ধক্যে আমার খেয়াল রাখছো।

(আদাবুল মুফরদ, ১৬ পৃ:, হাদিস: ১২)

سُبۡحَانَ اللّٰہ! কেমন চরিত্র...!! কল্পনা করুন! যখন হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এইভাবে তাঁর প্রিয় আম্মার কৃতজ্ঞতা আদায় করতেন তখন তাঁর আম্মাজানেরও কত প্রশান্তি অনুভব করতেন...!! নিশ্চয় আমাদের মা-বাবার আমাদের উপর অনেক অনুগ্রহ রয়েছে, এত অনুগ্রহ রয়েছে যে, আমরা সেটার বিনিময় শোধ করতেই পারব না। একবার আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে জিজ্ঞাসা করা হলো: মা-বাবার কয়টি হক রয়েছে (অর্থাৎ প্রশ্নকারীর এই প্রশ্ন করার ছিল যে, হকসমূহের সংখ্যা বলে দিন যাতে আমরা সেগুলো গণনা করে পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে পারি)। সায়্যিদি আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এটার যেই উত্তর দিয়েছেন, অসাধারণ ছিল, তিনি একটি বাক্যতেই কথা শেষ করে দিলেন, বললেন: মা-বাবার হক এত বেশি যে যদি তাঁরা ইন্তেকালও করে নেয় আর সন্তানরা তাদেরকে পুনরায় জীবিত করতে পারলে যেন করে। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৩৭০)**

বলার উদ্দেশ্য ছিল এটা যে, যেমনিভাবে মুর্দাকে জীবিত করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি মা-বাবার হকসমূহ আদায় করা, সেগুলো গণনা করা, এটাও সম্ভব নয়। এখন যদি আমরা তাঁদের অনুগ্রহসমূহ ও এতগুলো হকের দিকে খেয়াল রেখে, তাঁদের দিকে ভালোবাসার নজরে তাকায়, তাঁদের সাথে আন্তরিকতার সাথে কথা বলি তবে তাতে আমাদের ক্ষতি কিসের? ক্ষতিও তো নয় বরং আল্লাহ পাক তাঁর

অনুগ্রহে আমাদেরকে একটি মকবুল হজ্বের সাওয়াব দান করেন। এজন্য অভ্যাস বানিয়ে নিন! বেশি নয় কমপক্ষে দিনে একবার হলেও হাদিসে পাক মাথায় রেখে ভালো ভালো নিয়ত সহকারে মা-বাবার সাথে ভালোবাসা নিয়ে সাক্ষাত করার অভ্যাস গড়ুন।

(৩): মা-বাবার কবরে হাজিরী দেওয়া

ওইসব ইসলামী ভাই যাদের মা-বাবা দুনিয়াতে বেঁচে নেই, ওফাত লাভ করেছেন, তারা ভাবছেন হয়তো আমরা হজ্বের সাওয়াব কিভাবে অর্জন করব? আমরা মা-বাবার সাথে সাক্ষাত কিভাবে করব? তাদের খেদমত আরজ হলো, ভয় পাবেন না, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন رَحْمَةٌ لِّلْعٰلَمِيْن (অর্থাৎ সমস্ত জাহানের জন্য রহমত), তিনি কাউকেও বঞ্চিত রাখেন না, ওইসব লোক যাদের মা-বাবা দুনিয়া থেকে পর্দা করেছেন, কবরে আরাম করছেন, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদেরকেও হজ্বের সাওয়াব অর্জন করার পদ্ধতি বলে দিয়েছেন, জি হ্যাঁ! হাদিসে পাক শুনুন! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: مَنْ زَارَ قَبْرَ اَبَوَيْهِ اَوْ اَحَدِ بِمَا اِحْتِسَابًا كَانَ كَعَدْلِ حَجَّةٍ مَبْرُوْرَةٍ অনুবাদ: যে তার মা-বাবা, উভয়ে অথবা একজন (যিনিই ওফাত হয়েছেন, তাদের) কবরে সাওয়াবের নিয়তে যায়, তার এই আমল মকবুল হজ্বেও সমান।

(নাওয়াদিরুল উসুল, ১/৭২)

سُبْحَانَ الله! বোঝা গেল; যাদের মা-বাবা বেঁচে আছেন, তারা যেন ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকায় তাহলে হজ্বের সাওয়াবের পাবে এবং যাদের মা-বাবা ইন্তেকাল করেছে, এখনো তাদের হাতে সুযোগ রয়েছে, তারা মা-বাবার কবরে গিয়ে তাদের কবর যিয়ারত করে নেয় তো

তারাও মকবুল হজ্বের সাওয়াব পাবে। এজন্য আমাদের উচিত মা-বাবার সাথে সাক্ষাত করা, যদি তারা ওফাত লাভ করে তবে তাদের কবর যিয়ারত করা, এই সহজ কাজটি পারলে দিনে ১০০বার করুন, اِنْ شَآءَ الله প্রতিবার হজ্বের সাওয়াব পাবেন।

(৪): জামাআত সহকারে নামায

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হজ্বের সাওয়াব প্রদানকারী আমলের মধ্যে একটি নেক আমল হলো জামাআত সহকারে নামায পড়া। হযরত আবু উমামা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: যে (ব্যক্তি) ঘর থেকে পবিত্র হয়ে জামাআত সহকারে নামায পড়তে যায়, সেটার সাওয়াব ইহরাম পরিহিত হাজ্বী সাহেবের মত এবং যে (ব্যক্তি) চাশতের নামাযের জন্য মসজিদের দিকে যায় তার সাওয়াব ওমরা আদায়কারীর সমপরিমাণ। **(আবু দাউদ, পৃ:১০২, হাদিস: ৫৫৮)**

এক বর্ণনায় রয়েছে: ইশার নামায জামাআত সহকারে পড়া এক হজ্বের সমান সাওয়াব, এবং ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করা ওমরার সমান সাওয়াব। **(লাত্বায়িফুল মাআরিফ, পৃ:৩৩৭)**

سُبْحَانَ الله! জামাআত সহকারে নামায পড়ার কী ফযীলত...!! এখন দেখুন! হাজ্বী সাহেবরা যারা পৌঁছেছে বা পৌঁছাচ্ছেন, যারা তাওয়াফের স্বাদ গ্রহণ করবে, সাফা ও মারওয়ার পাহাড়ে প্রদক্ষিণ করবে, মুযদালিফা ও মিনা এবং আরাফার ময়দানে যাবেন, মদীনায়ে মুনাওয়ারায় হাযিরি দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবেন, তাদের সৌভাগ্য, তারা অনেক সৌভাগ্যবান, আমরা হজ্বের জন্য যেতে পারছি না, আমরা এই সৌভাগ্য

থেকে বঞ্চিত রয়ে গেলাম, এখন তো কমপক্ষে আমরা হজ্বের সাওয়াব তো অর্জন করতে পারি, জামাআত সহকারে নামায আদায় করার অভ্যাস গড়ুন! এশার নামাযও জামাআত সহকারে পড়ুন! ফজরের নামাযও জামাআত সহকারে আদায় করুন! অবশিষ্ট তিন ওয়াক্ত নামাযও মসজিদে তাকবীরে উলার সাথে আদায় করার সৌভাগ্য অর্জন করুন! বরং ঘর থেকে অযু করেই মসজিদের দিকে রওনা হন! ! اِنْ شَآءَ الله হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব নসীব হয়ে যাবে।

জামাআত সহকারে নামায পড়া ওয়াজিব

নিঃসন্দেহে ✯ মসজিদে আসা ✯ মসজিদকে ভালোবাসা ✯ মসজিদে মন লাগানো ✯ পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করা নেক বান্দাদের আলামত, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿۴۳﴾

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ৪৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।

প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এটার অর্থ হলো এটা যে, জামাআত সহকারে নামায আদায় করো কেননা জামাআত সহকারে নামায আদায় করা একাকী নামায পড়ার চেয়ে ২৭গুণ বেশি উত্তম।

(তাফসীরে নঈমী, পারা: ১, সূরা বাকারা, ৪৩ নং আয়াতের পাদটীকা, ১/৩৪০)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং জামাআত সহকারে নামায

মুসলমানদের প্রিয় আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বর্ণনা করেন: যখন নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুবই অসুস্থ ছিলেন তখন

হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে নামাযের সংবাদ দেওয়ার জন্য উপস্থিত হলেন তো (তিনি) বললেন: আবু বকরকে বলো নামায পড়িয়ে দিতে। এরপর যখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নামায পড়ানোর মধ্যে মশগুল ছিলেন, এরই মাঝে রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর মুবারক স্বাস্থ্যে একটু স্বস্তি অনূভব করলেন তো উঠে ২জন ব্যক্তিকে সহযোগিতা করার সৌভাগ্য দান করে মসজিদের দিকে এইভাবে তাশরিফ নিলেন যে তাঁর মুবারক কদম জমিনে শুধু লেগে ছিল, হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কদম মুবারকের আওয়াজ অনূভব করলেন তো পেছনে সরে যেতে লাগলেন, রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে ইশারা করলেন (যে পেছনে ফিরিও না) অতঃপর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত আবু বকর সিদ্দিকের বাম দিকে বসে গেলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বসে বসে নামায আদায় করছিলেন, হযরত আবু বকর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ইকতিদায় (অর্থাৎ পেছনে নামায আদায়) করছিলেন আর লোকেরা হযরত আবু বকরের (ইকতিদা করছিলো)। **(বুখারী, পৃ:২৩৭, হাদিস: ৭১৩)**

আলা হযরত ও জামাআত সহকারে নামায

হে আশিকানে রাসূল! এই ঘটনা থেকে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জামাআত সহকারে নামায আদায় করার অনেক বেশি আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে যে, কঠিন অসুস্থতা অবস্থায়ও তিনি জামাআত ছেড়ে দেওয়াকে পছন্দ করেননি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه যারা সত্যিই আশিকে রাসূল, তারাও রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণে জামাআত সহকারে নামায আদায় করাকে খুব ভালোবাসে এবং প্রতিটি অবস্থায় জামাআত সহকারে নামায আদায়ই করে থাকে। আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, একবার রবিউল আউয়াল শরীফের বারভী শরীফের মাহফিলে অংশগ্রহণ করার ও বয়ান করার পর সন্ধ্যায় আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অসুস্থ হয়ে পড়েন, এই অসুস্থতার তীব্রতার কথা বলতে গিয়ে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্বয়ং নিজে বলেন যে, এমন অসুস্থ আর কখনো হননি, আমি অসিয়ত নামাও লিখিয়ে নিয়েছিলাম।

এই অসুস্থতায় এমন গুরুতর অবস্থা ছিল যে, মসজিদ তাঁর ঘরের একদম কাছাকাছি ছিল, তা সত্ত্বেও নিজে হেঁটে মসজিদে উপস্থিত হতে পারছিলেন না কিন্তু উৎসর্গিত হোন! সায়্যিদি আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জামাআতে নামায আদায় করার প্রতি শতকোটি মারহাবা! এই অবস্থাতেও তিনি কোন নামাযের জামাআত ছেড়ে দেননি, যদিওবা এই অবস্থায় তাঁর উপর জামাআত ওয়াজিব ছিল না কিন্তু তিনি আফযল তথা উত্তমের উপর আমল করার নিমিত্তে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে মসজিদেই আদায় করেছেন, এটার অবস্থায় এমন ছিল যে, চারজন লোক চেয়ারের উপর বসে তাঁকে মসজিদে যেতেন আর তিনি নামাযের পর ঘরে ফিরে আসতেন। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৫৪৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللّٰه! এটা হলো প্রকৃত আশিকে রাসূল! আহ! এখন ইশকে রাসূলের কথা শুধু উঁচু গলায় দাবি করার মধ্যে সীমাবদ্ধ, আফসোস! স্বাস্থ্য

ভালো থাকার পরও মানুষ জামাআত তো জামাআত, নামায পর্যন্ত ছেড়ে দিচ্ছে! হায়...! আমাদেরও পাঁচ ওয়াক্ত নামায, মসজিদের প্রথম কাতারে, তাকবীরে উলার সাথে পড়ার সৌভাগ্য মিলে যেত আর এমন অভ্যাস হয়ে যেত যে, জীবনের শেষ নিশ্বাস থাকা পর্যন্ত শরয়ী কোন বিনা অপারগতায় একটা জামাআতও যদি না ছুটত। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৫): ইশরাকের নামায

হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যে (ব্যক্তি) ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করেছে এরপর (মসজিদেই) বসে আল্লাহ পাকের যিকির করতে থাকে, এই পর্যন্ত যে সূর্য উদিত হয়ে যায়, এরপর ২ রাকাত নামায পড়ে, তার জন্য একটি হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব (রয়েছে)।

হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ৩বার বলেছেন: تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ (অর্থাৎ এই আমল দ্বারা পরিপূর্ণ হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব পাবে)। **(তিরমিযী, পৃ:১৭১, হাদিস: ৫৮৬)**

سُبْحَانَ الله! مَاشَآءَالله হে আশিকানে রাসূল! এই নেক আমলটির উপরও আমল করুন! ইশরাকের নামায পড়ুন! বরং সাথে ২ রাকাত চাশতের নামাযও মিলিয়ে নিন! اِنْ شَآءَ الله একটি হজ্ব ও একটি ওমরার সাওয়াব পাবেন।

ইশরাকের নামাযের বরকতে ক্ষমা হয়ে গেল

হুযুর খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ পাকের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারীদের পদ্ধতি হলো, সকালে (অর্থাৎ ফজর) এর নামায আদায় করে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত জায়নামাযে বসে থাকে, তাদের উদ্দেশ্য এটা থাকে যে, আল্লাহ পাকের দরবারে মকবুল হয়ে যাবে এবং তাদের উপর সব সময় নূরের তাজাল্লী বর্ষণ হোক, এমন ব্যক্তি যখন সকালের নামায আদায় করে জায়নামাযে বসে থাকে তখন ফেরেশতাদেরকে হুকুম দেওয়া হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে উঠবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তার পাশে গিয়ে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।

অতঃপর খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এ ব্যাপারে একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন: এক কাফন চোর ৪০ বছর পর্যন্ত কাফন চুরি করতে রইল, অবশেষে যখন সে ইন্তেকাল করল কেউ একজন তাকে স্বপ্নে দেখল যে, জান্নাতে ঘুরাফেরা করছে, স্বপ্নে অবলোকনকারী সেটার কারণ জিজ্ঞাসা করল তো বলল: আমার একটা অভ্যাস ছিল যে, যখন সকালের নামায আদায় করে নিতাম তখন সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ পাকের যিকিরে মশগুল থাকতাম, এরপর ইশরাকের নামায আদায় করতাম। আল্লাহ পাক যেহেতু মহান ক্ষমাশীল, সুতরাং আল্লাহ পাক আমার এই আমলটি কবুল করেছেন এবং আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

(দালিলুল আরেফীন, ১২৪-১২৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৬): মসজিদের ইলমী মজলিসে অংশগ্রহণ করা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হজ্বের সাওয়াব প্রদানকারী আরও একটি আমলের কথা শুনুন! হযরত আবু উমামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন, আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলেছেন: যে (ব্যক্তি) সকালে মসজিদের দিকে কল্যাণ শিখা ও শেখানোর ইচ্ছায় রওনা হবে, তাকে পরিপূর্ণ হজ্বের সাওয়াব দেওয়া হবে। **(মু'জামু কবীর, ৪/২৪৮, হাদিস: ৭৩৪৬)**

নেক আমল নম্বর ৬ এর প্রতি তাকীদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! !سُبۡحَانَ اللّٰہ এটাও খুব সুন্দর আমল... যেটা হজ্বের সাওয়াব পাওয়ার কারণ!! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত আশিকানে রাসূল ফজরের পর তাফসীর শোনার ও শোনানোর হালকা লাগিয়ে থাকে ✯ এটাতে কুরআনে পাকের তিন আয়াত ✯ সেগুলোর অনুবাদ এবং তাফসীর শোনো ও শোনোনো হয়ে থাকে ✯ ফয়যানে সুন্নাতের দরস হয় ✯ শাজারা শরীফ পড়া হয় ✯ দোয়া করা হয় ✯ সর্বশেষ ইশরাক, চাশতের নফলও আদায় করা হয়। যিকরুল্লাহ ও অন্যান্য নেক আমলের স্পৃহা পাওয়ার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং ১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে অংশ নিন। শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর দানকৃত ৭২টি নেক আমল রিসালা পূরণ (Fill) করার অভ্যাস গড়ুন, এই ৭২ নেক আমলের মধ্য হতে একটি নেক আমল হলো ৬ নম্বর নেক আমল যথা, আপনি কি কানযুল ঈমান সাথে খাযায়িনুল ইরফান অথবা নুরুল ইরফান থেকে কমপক্ষে তিন আয়াত অনুবাদ ও তাফসীর সহকারে পড়েছেন বা শুনেছেন? অথবা সিরাতুল জিনানের কমপক্ষে দুই পৃষ্ঠা পড়ে

বা শুনে নিয়েছেন? এই নেক আমলের বরকতে না শুধুমাত্র আমাদের তিলাওয়াতে কুরআনের সুযোগ মিলবে বরং যিকরুল্লাহ ও অন্যান্য ইবাদতেরও সুযোগও হবে।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তাওফিক দান করুক। আল্লাহ পাক আমাদেরকে হজ্ব করার স্পৃহা নসীব করুক এবং হজ্বের সাওয়াব পাওয়ার জন্য পুরো বছর বরং সারাজীবন এই নেক আমলটি করার সৌভাগ্য দান করুক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সফর করার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর "আবু জাহেলের মৃত্যু" পুস্তিকার ২১ পৃষ্ঠা থেকে সফর করার সুন্নাত ও আদব শিখার সৌভাগ্য অর্জন করি। ☆ যখন সফর করবেন তখন উত্তম হলো এটা যে সোমবার, বৃহস্পতিবার অথবা শনিবারে করবেন। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৪০০)** ☆ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত জুবাইর বিন মুতয়িম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে সফরে নিজের সকল সঙ্গীদের চেয়ে বেশি ভালো অবস্থানে থাকার জন্য সফরে রওনা হওয়ার পূর্বে নিম্নোক্ত অযিফাগুলো শিখিয়ে দিয়েছেন: (১) সূরা কাফিরূন (২) সূরা নাসর (৩) সূরা ইখলাস (৪) সূরা ফালাক (৫) সূরা নাস। প্রত্যেক সূরা এক এক বার আর প্রত্যেক সূরার শুরুতে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এবং সব শেষেও একবার بِسْمِ اللهِ পুরো পাঠ করে নিবে, (এইভাবে সূরা হবে পাঁচটি এবং

بِسۡمِ اللہ শরীফ হবে ছয়বার) হযরত জুবাইর বিন মুতয়িম رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ বলেন: আমিতো এমনিতেই সম্পদশালী ছিলাম কিন্তু যখন সফর করতাম তখন (সকল সঙ্গীদের চেয়ে) খারাপ অবস্থা হয়ে যেত, যখন থেকে এই সূরাগুলো সফরের পূর্বে সর্বদা পাঠ করা শুরু করলাম তখন থেকে এগুলোর বরকতে সফর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত ভালো অবস্থানে ও সম্পদশালী থাকতাম। **(আবু ইয়া'লা, ৬/২৬৫, হাদিস: ১,৬/১০৫১)** আয়না,সুরমা, চিরুনী ও মিসওয়াক সঙ্গে রাখুন কারণ এগুলো সঙ্গে রাখা সুন্নাত।

(বাহারে শরীয়ত, অংশ:১, ৬/১০৫১)

ঘোষণা

সফরের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়্যতি হালকায় বলা হবে। সুতরাং সেগুলো জানার জন্য তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ১৪ মে ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

সফরের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব

রাস্তায় বাহনের দিকে বা সিঁড়িতে উঠার সময়, বাস ইত্যাদি সড়কের উঁচু স্থানের দিকে উঠার সময় "اَللّٰهُ اَكْبَرُ" এবং সিঁড়ি বা নিচের দিকে নামায় সময় سُبْحَانَ الله বলুন ✯ ঘরে প্রবেশ করার সময় এটা পড়ুন: اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ অনুবাদ: আমি আল্লাহ পাকের পরিপূর্ণ কালিমার ওয়াস্তায় সমস্ত মাখলুকের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। اِنْ شَآءَ الله প্রত্যেক ক্ষতিকারক বস্তু থেকে বেঁচে থাকবে। **(আল হিসনুল হাসীন,পৃ: ৮২)** ✯ সফরের মাঝখানেও নামাযের ক্ষেত্রে কোন অলসতা যেন না হয়, ✯ রাস্তায় বাস ইত্যাদি যদি খারাপ হয়ে যায় তাহলে ড্রাইবার বা মালিককে গালিগালাজ না করে নিজের আখিরাতকে নষ্ট করার পরিবর্তে ধৈর্যধারণ করুন এবং জান্নাতের আশায় যিকির ও দরুদে লিপ্ত হয়ে যান

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অযুর পূর্বেকার দোয়া

দাওয়াতে ইসলামী সাপ্তাহিক সুন্নাতে ইজতিমার সিডিউল অনুযায়ী "অযুর পূর্বেকার দোয়া" মুখস্ত করানো হবে। যথা:

بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ۔

অনুবাদ: আল্লাহ পাকের নামে শুরু করছি, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য। **(নামাযের আহকাম, পৃ:৯)**

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। **(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)**

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।
৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।
৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।
৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।
৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (৴) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি?

১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিচ্ছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ

ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسۡمِ اللّٰہ পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী

দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد